শিক্ষার্থী-গ্রামবাসী দফায় দফায় সংঘর্ষে রণক্ষেত্র চবি

চট্টগ্রাম অফিস/ চবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ০০:৪৮, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও পাশর্^বর্তী জোবরা গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী মিলে কমপক্ষে ১৫০ জন আহত হয়েছে।

এদের মধ্যে গুরুতর ৪০ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষের ঘটনায় জোবরা গ্রামে শিক্ষার্থীদের অনেকে আটকে পড়ে।

উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন পুরো জোবরা গ্রামজুড়ে রবিবার দুপুর ২টা থেকে সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রবিবারের সকল পরীক্ষা স্থগিত করেছে।

ক্যাম্পাসজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ক্যাম্পাসে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও সেনা মোতায়েনের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান শুরু হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাত ১১টায় জোবরা গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের কাছে। সেখানে একটি ভবনে এক ছাত্রী ভাড়া থাকেন।

তিনি রাতে বাসায় ফিরতে একটু দেরি হওয়ায় ভবনের দারোয়ানের সঙ্গে তাঁর তর্ক হয় এবং একপর্যায়ে দারোয়ান তাকে মারধর করেন।

ঘটনার বিষয়ে ওই শিক্ষার্থী অভিযোগ করার পর ২ নম্বর গেটে থাকা শিক্ষার্থীরা দারোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

শিক্ষার্থীরা তাকে ধাওয়া করলে স্থানীয় লোকজন শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। তখন সংঘর্ষ এবং ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

এ সময় স্থানীয়রা মাইকিং করে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়।

×

রবিবার ভোররাত পর্যন্ত দফায় দফায় এ সংঘর্ষ চলে। পরে সংঘর্ষ পুরো বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ২ নম্বর গেট এলাকা থেকে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। হামলাকারীরা বিশ^বিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির গাড়িবহর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাতেই সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

×

রবিবার সকাল থেকে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীরা দলে দলে জোবরা গ্রামেরা হাজির হয়ে এলাকাবাসীর ওপর হামলা চালায়। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকেও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কমবেশি ৬০ জন আহত হয়েছে। রবিবার বিকেলে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জোবরা গ্রামজুড়ে এবং ক্যাম্পাস এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

×

চবির প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ বলেন, আমরা রাত ১২টা থেকেই আমাদের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। শিক্ষার্থীরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। যে কারণে তাদের এক জায়গা আনা কঠিন ছিল। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিল না। ফলে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হয়। সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলে তারপর শান্ত হয়।

×

অপরদিকে চবি মেডিকেলে নিয়োজিত চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ টিপু সুলতান জানান, আহত ১৫০ এর বেশি।

এদের মধ্যে গুরুতর যারা তাদের কয়েক ধাপে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বেশিরভাগের শরীরে জখম। কারও পায়ে আঘাত। কারও শরীরে কোপানোর জখম। কারও মাথায় পাথরের আঘাত।

১৪৪ ধারা জারি ॥

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় এলাকাবাসীর সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের ঘটনা কেন্দ্র করে উপজেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মোমিন রবিবার ১৪৪ ধারা জারি করার আদেশে বলেছেন, যেহেতু ৩১ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর গেট এলাকার পূর্ব সীমা থেকে পূর্বদিকে রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার উভয়পাশে সকাল সাড়ে ১১টায় স্থানীয় জনসাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরস্পর মুখোমুখি ও আক্রমণাত্মক হয়ে সংঘর্ষে জড়ানো এবং পক্ষসমূহ আক্রমণাত্মক অবস্থায় রয়েছে সেহেতু উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণ জীবন ও সম্পদ রক্ষা ও শান্তি শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ফতেহপুর ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর গেট বাজারের পূর্ব সীমানা থেকে পূর্বদিকের রেলগেট পর্যন্ত উভয়পাশে রবিবার দুপুর ২টা থেকে আগামীকাল রাত ১২টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হল।

এসময়ে উক্ত এলাকায় সকল প্রকার সভা-সমাবেশ বিক্ষোভ মিছিল, গণ জমায়েত, বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র, সকল প্রকার দেশীয় অস্ত্র ইত্যাদি বহনসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্রে অবস্থান, চলাফেরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

হেলমেট পরে নেমেছে ছাত্রলীগ, অভিযোগ উপ-উপাচার্যের ॥

এলাকাবাসীর নামে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হেলমেট পরে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন।

তিনি বলেন, প্রত্যেক ছাত্রকে তারা দা দিয়ে কোপাচ্ছে। কোন্ জগতে আছি আমরা? নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা আমাদের ছাত্রদের উদ্ধার করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, প্রো-ভিসিসহ আহত হয়েছেন। আমরা মেডিক্যাল সেন্টারে জায়গা দিতে পারছি না।

চবি উপ-উপাচার্য আরও বলেন, ‘ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হেলমেট পরে আমাদের ছাত্রদের মারছে। আমরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি, প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে কথা বলেছি। কিন্তু এখনো আমাদের পাশে কেউ নেই।’

×

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিচার দাবি ॥

সংঘর্ষের ঘটনা তদন্ত করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। রবিবার সন্ধ্যায় চবির ২ নম্বর গেটে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ দাবি করেন।